

কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ ◆ শিলচর, বুধবার, ১১ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ২৫ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◆ www.krctimes/bangla

ISSUE-29 11 November 2026 ◆ Wednesday ◆ KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition ◆ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩



ডিগারুতে লাইনচ্যুত কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেস, আহত ৮

চার ঘণ্টা পর একটি লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক, যাত্রীদের সহায়তায় একাধিক স্টেশনে হেল্পলাইন চালু

গুয়াহাটি : অসমের ডিগারু রেলস্টেশনের কাছে বুধবার সকালে লাইনচ্যুত হল কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেসের পাঁচটি কামরা ও ইঞ্জিন। দুর্ঘটনায় আটজন যাত্রী সামান্য আহত হন। তাঁদের সোনাপুর জেলা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনার জেরে রেল চলাচল বিঘ্নিত হলেও প্রায় চার ঘণ্টা পর একটি লাইনে ট্রেন চলাচল শুরু হয়।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৩১২৫ নম্বর কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেস সকাল ৬টা ৫৪ মিনিট নাগাদ ডিগারু স্টেশনে ঢোকার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। গুয়াহাটি থেকে প্রায় ৪৪ কিলোমিটার দূরের এই স্টেশনে জন শতাব্দী এক্সপ্রেসকে অগ্রাধিকার দিতে ট্রেনটির দাঁড়ানোর কথা ছিল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য



জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, নির্ধারিত সময়ে ট্রেনটি থামানো সম্ভব হয়নি। তবে গতি কম থাকায় বড় ধরনের বিপর্যয় এড়ানো গিয়েছে। কোনও প্রাণহানি বা গুরুতর আঘাতের খবর নেই।

আহতদের মধ্যে হোজাইয়ের তিনজন এবং কোকরাঝাড় জেলার পাঁচজন রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সাত বছরের এক শিশুও রয়েছে। প্রত্যেককে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন, সব যাত্রী নিরাপদ রয়েছেন। রাজ্য সরকার রেল মন্ত্রকের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করছে। আটকে পড়া যাত্রীদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের পাশাপাশি গন্তব্যে পৌঁছে দিতে বিকল্প ট্রেনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর ডিগারুর দু'টি লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়। আলিপুরদুয়ার-মারিয়ানি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের যাত্রা কামাখ্যায় সীমিত করা হয়। গুয়াহাটি-হাইবরগাঁও রুটের দু'টি ট্রেনও বাতিল করা হয়। সকাল ১১টা নাগাদ একটি লাইনে চলাচল শুরু হয়। অন্য লাইনে উদ্ধার ও মেরামতির কাজ চলতে থাকে।

এদিকে, যাত্রীদের পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় কাটিহার, কিশনগঞ্জ, নিউ জলপাইগুড়ি, গুয়াহাটি, লামডিং, বদরপুর ও শিলচর স্টেশনে হেল্পলাইন চালু করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল।

ত্রিপুরার পুরভোটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৭৭ আসনে জয়ী বিজেপি

আগরতলা : ত্রিপুরার পুর নির্বাচনে মনোনয়ন যাচাইয়ের পর ৭৭টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় নিশ্চিত করল বিজেপি। পাঁচটি পুর সংস্থায় এই জয় পেয়েছে শাসক দল। বাকি ২৬৮টি আসনে আগামী ২৭ নভেম্বর ভোটগ্রহণ হবে। গণনা ৩ ডিসেম্বর। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার পি কে চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ২৬৮টি আসনে মোট ৮১০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বিজেপি ৩৪২, সিপিএম ২১৮ এবং কংগ্রেস ২০১ জন প্রার্থী দিয়েছে। আগরতলা পুর নিগম-সহ ২১টি পুর সংস্থার ৩৪৫টি আসনে নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমার শেষ দিন ছিল ৭ নভেম্বর।

এদিকে, আমবাসায় ভয় দেখিয়ে সিপিএম প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রত্যাহারে বাধ্য করার অভিযোগ তুলেছেন দলের রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী। তবে কমিশনার জানিয়েছেন, প্রশাসনের রিপোর্টে জোর করে মনোনয়ন প্রত্যাহারের কোনও প্রমাণ মেলেনি।

পুরনিগমের শপথে প্রাক্তন বিধায়কদের মঞ্চে স্থান না দেওয়া নিয়ে সরব দীপায়ন

শিলচর : শিলচর পুরনিগমের প্রথম শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রাক্তন বিধায়কদের মঞ্চে জায়গা না দেওয়ার সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করলেন প্রাক্তন বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী। একে 'সংকীর্ণ মানসিকতার প্রদর্শন' বলে অভিহিত করে তিনি বলেন, ঘটনাটি ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে।



ফেসবুক পোস্টে তিনি প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ পাল, মিহিরকান্তি সোম এবং নিজের জন্য অনুষ্ঠানে আসনের ব্যবস্থা করা হলে ইতিবাচক বার্তা যেত বলে মন্তব্য করেন।

পাশাপাশি পূর্ববর্তী পুরসভার উন্নয়নমূলক কাজের যথাযথ স্বীকৃতি না পাওয়ার অভিযোগও তোলেন তিনি। বিশেষ করে মেহেরপুরের ডাম্পিং গ্রাউন্ডের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আগের পুরসভার উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর দাবি, বর্তমানে পরিস্থিতি ফের অবনতির দিকে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত ৫ নভেম্বর ৪২ জন কাউন্সিলর শপথ নেন। অমরেন্দ্র পাল মেয়র এবং বিজেন্দ্র প্রসাদ সিং উপমেয়র হন।

বিজেপি-তিপ্রা মথা-আইপিএফটিকে ত্রিপুরার উন্নয়নে একসঙ্গে কাজের আহ্বান মানিক সাহার

আগরতলা : ত্রিপুরার উন্নয়নে বিজেপি, তিপ্রা মথা ও আইপিএফটি-কে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা।



সোমবার আগরতলায় তিনি বলেন, রাজ্য সরকার এবং ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের (টিটিএএডিসি) মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। জনজাতি সম্প্রদায়ের সমস্যা-সহ রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে দুই প্রতিষ্ঠানকে সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে।

সাহার কথায়, দরিদ্র মানুষের কল্যাণ ও সকলের উন্নয়নই রাজ্য সরকার এবং টিটিএএডিসির অভিন্ন লক্ষ্য। মতপার্থক্য দেখা দিলে সংঘাতের পথে না গিয়ে আলোচনার মাধ্যমে তার সমাধান করা উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি। টি টি এ এ ডি সি তে বিজেপির এক নেতাকে এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসেবে নিয়োগের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী দিনে বিজেপির আরও এক জেলা পরিষদ সদস্যকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হবে। তাঁর মতে, এই পদক্ষেপ বিজেপি ও তিপ্রা মথার মধ্যে নতুন বোঝাপড়ার সূচনা। একই সমন্বয়ে আইপিএফটি-কেও সামিল করতে চান তিনি। তিন দলকে একযোগে 'নতুন ত্রিপুরা' গড়ার আহ্বান জানিয়ে সাহা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস' স্লোগানের উল্লেখ করেন।

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে ছিনতাইয়ের হুমকি, কলকাতা বিমানবন্দরে আইসোলেশন বে-তে সরানো হল উড়োজাহাজ

কলকাতা : মুম্বইগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমানের শৌচাগার থেকে ছিনতাইয়ের হুমকি লেখা চিরকুট উদ্ধারের ঘটনায় বুধবার সকালে কলকাতা বিমানবন্দরে নিরাপত্তা সতর্কতা জারি হয়। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিমানটিকে আইসোলেশন বে-তে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তল্লাশি শুরু করে সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা সংস্থাগুলি।



বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, চিরকুটে সকাল ১১টা ১০ মিনিটে বিমানটি ছিনতাই করা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। কলকাতা থেকে মুম্বইগামী বিমানটির নির্ধারিত উড়ানের সময় ছিল সকাল ১০টা ২০ মিনিট। তার আগেই বিমানের শৌচাগারে চিরকুটটি নজরে আসে। কলকাতা বিমানবন্দরের অধিকর্তা বিক্রম সিং জানান, বিমানে উঠে পড়া ১০৫ জন যাত্রীকে নামিয়ে দেওয়া হয়। এরপর বিমানটিকে আইসোলেশন বে-তে নিয়ে যাওয়া হয় এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত যাবতীয় পরীক্ষা শুরু হয়। বিমানবন্দরের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বুধবার সকাল ১০টা ৩৭ মিনিটে কেবিন ক্রুরা এয়ার ইন্ডিয়ার এআই ২৭৭২ নম্বর বিমানের শৌচাগারে চিরকুটটি দেখতে পান। এয়ারবাস এ৩২০ মডেলের বিমানটি কলকাতা-মুম্বই রুটে চলাচল করে। এর নিবন্ধন নম্বর ভিটি-টিএনএইচ।

বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নির্ধারিত নিরাপত্তা প্রোটোকল মেনেই সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি তল্লাশি ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা চালাচ্ছে। ঘটনার বিষয়ে প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

দীপাবলিতে দু'দিনে গুয়াহাটিতে ৩.৯ কোটি টাকার মদ বিক্রি

গুয়াহাটি : দীপাবলি উপলক্ষে দু'দিনে প্রায় ৩.৯ কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়েছে গুয়াহাটিতে। অসমের আবগারি দফতরের পরিসংখ্যানে এই তথ্য উঠে এসেছে। দফতরের হিসাব অনুযায়ী, ৮ ও ৯ নভেম্বর শহরজুড়ে এই বিক্রি হয়েছে। উৎসবের সময় মদের উল্লেখযোগ্য চাহিদারই ইঙ্গিত দিচ্ছে এই পরিসংখ্যান।

তবে ৭ নভেম্বরের বিক্রি ৮ নভেম্বরের তুলনায় বেশি ছিল বলে দফতরের তথ্য থেকে জানা গিয়েছে। যদিও ওই দিনের বিক্রির সুনির্দিষ্ট অঙ্ক এখনও প্রকাশ করা হয়নি। গত কয়েক বছরের দীপাবলির সময়ের বিক্রির তুলনায় এ বছরের অঙ্ক কম। ২০২৩ সালে গুয়াহাটিতে মদ বিক্রির পরিমাণ ছিল ৬.২০ কোটি টাকা। ২০২৪ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৪.৮০ কোটি টাকায়।

২০২৫ সালের অনুরূপ পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। ফলে গত বছরের সঙ্গে এ বছরের বিক্রির সরাসরি তুলনা করা সম্ভব হচ্ছে না। আবগারি দফতরের প্রকাশিত এই হিসাব নির্দিষ্ট দিনগুলিতে গুয়াহাটি শহরজুড়ে মদ বিক্রির পরিমাণের ভিত্তিতে তৈরি।

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

সম্পাদকীয়

বুধবার, ২৫ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১১ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি

ইরান যুদ্ধের রাজনৈতিক মাশুল: কোণঠাসা নেতানিয়াহু ও ট্রাম্প

সামরিক শক্তির আস্ফালন, জাতীয়তাবাদী প্রচার এবং চিরস্থায়ী শত্রুর ভয় দেখিয়ে ক্ষমতা ধরে রাখা যায় না। ইরানকে কেন্দ্র করে যুদ্ধের আবহ তৈরি করতে গিয়ে আমেরিকা ও ইজরায়েলের দুই শক্তিশালী নেতাই এখন জনমতের কঠিন পরীক্ষার মুখে।

রাজনীতিতে যুদ্ধ কখনও কখনও ক্ষমতা ধরে রাখার হাতিয়ার হয়ে ওঠে। জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে জনমতকে একত্রিত করা, বহিঃশত্রুর ভয় দেখিয়ে অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ আড়াল করা এবং সামরিক শক্তির প্রদর্শনের মাধ্যমে নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো;এই কৌশল বহু দেশের রাজনীতিতেই দেখা গিয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা হল, যুদ্ধের আবেগ দিয়ে সাময়িক রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়া গেলেও তার দীর্ঘমেয়াদি মূল্য এড়ানো যায় না। ইরানকে কেন্দ্র করে চলা সংঘাত সেই সত্যকেই নতুন করে সামনে এনেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক অবস্থান এখন সেই যুদ্ধেরই পরিণতির মুখোমুখি।

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ সামরিক অভিযান শুরু হয়েছিল ইরানের সামরিক সক্ষমতা খর্ব করা এবং সম্ভাব্য পারমাণবিক হুমকি মোকাবিলার যুক্তিতে। দুই দেশের নেতৃত্বের বক্তব্যে ছিল দ্রুত সাফল্য, নির্ণায়ক বিজয় এবং শত্রুপক্ষকে নতজানু করার আত্মবিশ্বাস। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি সেই প্রত্যাশার সঙ্গে পুরোপুরি মেলেনি। বারবার বিজয়ের ঘোষণা সত্ত্বেও সংঘাতের স্থায়ী সমাধান অধরাই থেকে গিয়েছে। সামরিক অভিযানের উদ্দেশ্য, তার প্রকৃত সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ পরিণতি নিয়ে প্রশ্ন ক্রমশ জোরালো হয়েছে।

এই প্রশ্নের রাজনৈতিক প্রতিফলন দেখা গিয়েছে আমেরিকার ৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে। ডেমোক্র্যাটদের কংগ্রেসের দুই কক্ষের নিয়ন্ত্রণ দখল ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য বড় ধাক্কা। রিপাবলিকানদের এই পরাজয় শুধু একটি নির্বাচনী ফল নয়, বরং যুদ্ধনীতি এবং অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সাধারণ মানুষের অসন্তোষেরও প্রতিফলন। ট্রাম্প যে রাজনৈতিক শক্তির ওপর নির্ভর করে নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই শক্তিও যে জনমতের পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে নয়, তা স্পষ্ট হয়েছে।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য এসেছে ট্রাম্পের নিজের প্রশাসনের অন্দর থেকেই। ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স প্রকাশ্যে বলেছেন, যুদ্ধের কারণেই তাঁদের পরাজয় হয়েছে এবং প্রেসিডেন্ট নিজেও তা স্বীকার করেছেন। এই বক্তব্য রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যে যুদ্ধকে শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল, সেটিই শেষ পর্যন্ত শাসক দলের নির্বাচনী বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ট্রাম্প অবশ্য নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেননি। তাঁর যুক্তি, ইরানকে কোনওভাবেই পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের সুযোগ দেওয়া যায় না। জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে এই উদ্বেগকে অস্বীকার করার অবকাশ নেই। কিন্তু একটি সম্ভাব্য বিপদ মোকাবিলার নামে অনির্দিষ্টকাল সামরিক সংঘাত চালিয়ে যাওয়া কতটা যুক্তিসংগত, সেটিই এখন বড় প্রশ্ন। ডেমোক্র্যাট নেতা চাক শুমারের যুদ্ধ বন্ধের দাবি আসলে এই বৃহত্তর বিতর্ককেই সামনে এনেছে। কোনও নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে কংগ্রেস, জনমত এবং যুদ্ধের অর্থনৈতিক পরিণতিকে উপেক্ষা করতে পারেন না।

এখানে ট্রাম্পের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির সঙ্গে তাঁর বাস্তব নীতির বিরোধও স্পষ্ট। নির্বাচনী প্রচারে তিনি আমেরিকার দীর্ঘস্থায়ী বিদেশি যুদ্ধের অবসান ঘটানোর কথা বলেছিলেন। অথচ ইরানকে ঘিরে নতুন সামরিক সংঘাত সেই প্রতিশ্রুতির বিপরীত ছবি তুলে ধরেছে। আমেরিকার সাধারণ মানুষ শুধু বিদেশে সামরিক সাফল্যের ঘোষণা শুনতে চান না। তাঁরা জানতে চান, এই যুদ্ধের জন্য কত অর্থ ব্যয় হচ্ছে, দেশের অর্থনীতিতে তার প্রভাব কী এবং শেষ পর্যন্ত এর বিনিময়ে কী অর্জিত হচ্ছে।

ইজরায়েলের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। ২৭ অক্টোবরের নির্বাচনে নেতানিয়াহুর লিকুদ পার্টি ২৭টি আসন পেয়ে একক বৃহত্তম দল হলেও তাঁর নেতৃত্বাধীন জোট ১২০ সদস্যের নেসেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজনীয় ৬১টি আসন পায়নি। জোটের আসনসংখ্যা ৫৩-তে আটকে গিয়েছে। ফলে দীর্ঘদিন ধরে নিরাপত্তা ও সামরিক শক্তিকে নিজের নেতৃত্বের প্রধান ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরা নেতানিয়াহুকে এখন নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

ট্রাম্পের রাজনৈতিক ধাক্কা, ভারতের সামনে কূটনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার কঠিন পরীক্ষা

শিবাজী সরকার

আমেরিকার রাজনীতিতে পরিবর্তনের ইঙ্গিত ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। সে দেশের সেনেট ও হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের উল্লেখযোগ্য সাফল্যকে অনেকে 'ব্লুনামি' বলে অভিহিত করছেন। এই ফলাফল শুধু নির্বাচনী জয়-পরাজয়ের হিসাব নয়, বরং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক অবস্থানের বিরুদ্ধে জনমতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। এমন বহু নির্বাচনী এলাকাতেও রিপাবলিকানদের হারিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরা, যেখানে তাঁদের জয় একসময় প্রায় অসম্ভব বলেই মনে করা হতো।

আমেরিকায় কংগ্রেসের ক্ষমতার সমীকরণ নির্ধারিত হয় ব্যালটের মাধ্যমে। অন্যদিকে, ভারতে ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন এবং ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়াকে ঘিরে অনিশ্চয়তা নির্বাচনী স্বচ্ছতা নিয়ে নতুন বিতর্ক তৈরি করেছে। দুই দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থার পার্থক্য থাকলেও সাধারণ মানুষের উদ্বেগের জায়গায় বেশ কিছু মিল রয়েছে।

আমেরিকায় মানুষের চিন্তার কারণ স্যান্ডউইচের ক্রমবর্ধমান দাম। ভারতে সেই জায়গায় রয়েছে পাভভাজি, জলখাবার ও নিত্যপ্রয়োজনীয় খাবারের মূল্যবৃদ্ধি। দেশে সকালের খাবার ও রাস্তার খাবারের দাম কোথাও কোথাও ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। আমেরিকাতেও খাদ্যসামগ্রী ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির চেয়ে সংসারের খরচ অনেক বেশি বাস্তব বিষয়। দাম নাগালের বাইরে চলে গেলে হয় বেশি টাকা দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে হয়, নয়তো খরচ কমাতে গিয়ে খাবারের পরিমাণ কমাতে হয়।

আমেরিকার কংগ্রেসে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ২৮ জনের প্রতিনিধিত্ব নিঃসন্দেহে ভারতের কাছে গর্বের বিষয়। কিন্তু তাঁদের উপস্থিতি কি আমেরিকার বিদেশনীতি কিংবা ভারতের প্রতি ওয়াশিংটনের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেবে? বাস্তবে তেমন সম্ভাবনা খুব বেশি নয়। ভারতীয় বংশোদ্ভূত হলেও তাঁরা প্রত্যেকেই মার্কিন নাগরিক। ট্রাম্প কিংবা অন্য কেউ হোয়াইট হাউসে থাকুন, তাঁদের কাছে আমেরিকার জাতীয় স্বার্থই অগ্রাধিকার পাবে। অ্যামি বেরা, রো খান্না, প্রমিলা জয়পাল এবং সুহাস সুব্রহ্মণ্যমের মতো ভারতীয় বংশোদ্ভূত আইনপ্রণেতাদের পুনর্নির্বাচন আমেরিকার রাজনীতিতে ভারতীয়-আমেরিকানদের অংশগ্রহণকে আরও শক্তিশালী করেছে। তবে ভারতের কাছে এর গুরুত্ব মূলত প্রতীকী। পাশাপাশি কৃষ্ণাঙ্গ, লাতিনো এবং আমেরিকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের সাফল্য সে দেশের রাজনীতিতে বহুত্ববাদ ও প্রতিনিধিত্বের পরিসর বাড়ার ইঙ্গিতও দিচ্ছে।

যাঁরা মনে করছেন, আমেরিকার রাজনৈতিক পালাবদলের ফলে ভারতের প্রতি ওয়াশিংটনের মনোভাব আরও উদার হবে কিংবা রাশিয়া থেকে তেল আমদানিতে বাধা উঠে যাবে, তাঁদের প্রত্যাশায় লাগাম টানা প্রয়োজন। ট্রাম্পের ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আক্রমণাত্মক ও অনেক ক্ষেত্রে অনিশ্চিত শাসননীতির পরিবর্তন রাতারাতি সম্ভব নয়। নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভারতকে একাধিক বিষয়ে ফের আলোচনা ও সমঝোতার পথে হাঁটতে হতে পারে। শেষ পর্যন্ত এই পরিবর্তন থেকে কতটা সুবিধা আদায় করা যাবে, তা নির্ভর করবে ভারতের কূটনৈতিক দক্ষতার উপর।

আমেরিকা দীর্ঘদিন ধরেই নাগরিকদের জন্য তুলনামূলক সাশ্রয়ী জীবনযাত্রা বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও পরিষেবা নাগালের মধ্যে রাখার একটি ব্যবস্থা সেখানে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ট্রাম্পের আক্রমণাত্মক ও অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থান সেই ব্যবস্থার উপর চাপ তৈরি করেছে।

যুদ্ধ, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি এবং বিদেশে মার্কিন স্বার্থ প্রতিষ্ঠার নামে বিভিন্ন হস্তক্ষেপ অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। ভেনেজুয়েলা নিয়ে বিতর্ক থেকে শুরু করে বিভিন্ন অঞ্চলের পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা;সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক অস্থিরতা বেড়েছে।

মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল থেকে স্পষ্ট, আমেরিকার একটি বড় অংশ এই নীতিগুলির প্রতি অসন্তুষ্ট। শেষ পর্যন্ত জনমতের গুরুত্বই সামনে এসেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমলে ভারতীয় গ্রাহকরাও কিছুটা স্বস্তি পেতে পারেন। জ্বালানির দাম কমলে মুদ্রাস্ফীতির উপর চাপ কমে, যার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে আমেরিকা ও ভারত;দুই দেশের অর্থনীতিতেই।

আমেরিকার নির্বাচনী ফলাফলের পর ভারতীয় শেয়ারবাজারেও কিছুটা ইতিবাচক প্রভাব দেখা গিয়েছে। দীর্ঘদিনের পতনের পর টানা ছয়টি বাণিজ্যিক অধিবেশনে বাজারে ঊর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা যায়। তবে এই উত্থান কতদিন স্থায়ী হবে, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে।

এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতি রাজ, মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ উৎপাদন মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং, যিনি ললন সিং নামেও পরিচিত, ঘোষণা করেছেন যে কল্যাণমূলক প্রকল্পের উপভোক্তাদের শনাক্তকরণ ও অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে আধারভিত্তিক ব্যবস্থার পরিবর্তে ভোটার পরিচয়পত্র বা ইপিকের সঙ্গে বায়োমেট্রিক যাচাইকরণ যুক্ত করার প্রস্তাব রয়েছে।

অন্যদিকে, ভোটার তালিকা থেকে লক্ষ লক্ষ নাম বাদ পড়ার প্রক্রিয়া নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। ভোটার তালিকায় নাম থাকা যদি সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়ে যায়, তাহলে তালিকা থেকে বাদ পড়া মানুষ আরও সমস্যায় পড়তে পারেন। প্রশ্ন উঠছে, ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি কেউ কি সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হবেন?

এই পরিস্থিতির প্রভাব শুধু নির্বাচনী ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার পাশাপাশি সামাজিক অসন্তোষও বাড়তে পারে। ফলে শেয়ারবাজারের সাম্প্রতিক উত্থান কতটা স্থায়ী হবে, তা এখনই বলা কঠিন। আমেরিকার সাধারণ মানুষ যে সমস্যাগুলি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন, ভারতের ক্ষেত্রে সেগুলির কিছু আরও গভীর রূপ নিতে পারে।

দেশের কর্পোরেট ক্ষেত্রেও অস্থিরতা কম নয়। টাটা গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ পরিচালন সংক্রান্ত বিরোধ ক্রমশ বৃহত্তর রাজনৈতিক মাত্রা পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়তে পারে। আইডিবিআই ব্যাঙ্ক বিক্রির বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেশের বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এমন অস্থিরতা বিনিয়োগকারীদের আস্থা ও সামগ্রিক অর্থনীতির উপর প্রভাব ফেলতে পারে। শুল্ক, প্রযুক্তি এবং বাণিজ্যিক শর্ত; সব ক্ষেত্রেই আমেরিকার কাছ থেকে ভারত আরও সহযোগিতামূলক মনোভাব আশা করে। আমেরিকার প্রযুক্তি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ভারতীয় মেধা ও দক্ষতা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। বর্তমানে প্রায় তিন লক্ষ ভারতীয় কর্মী ও ছাত্রছাত্রীর ভিসা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানেও ওয়াশিংটনের কাছ থেকে ইতিবাচক পদক্ষেপ প্রত্যাশিত।

তবে ডেমোক্র্যাটরা ক্ষমতার সমীকরণে এগিয়ে এলেই অভিবাসন নীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটবে, এমনটা ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। কিছু ক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা থাকলেও আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অভিবাসন বরাবরই একটি স্পর্শকাতর বিষয় হয়ে থাকবে। ডেমোক্র্যাটদের প্রস্তাবিত আইনগত পর্যালোচনার কারণে ভারত-আমেরিকা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বা এফটিএ নিয়েও বিলম্ব হতে পারে। শ্রমিক অধিকার, পরিবেশগত মানদণ্ড এবং নিয়ন্ত্রণমূলক শর্ত নিয়ে দুই দেশের মধ্যে মতপার্থক্য চুক্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

কংগ্রেসের উভয় কক্ষে ডেমোক্র্যাটদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলে প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের উপর আইনসভা আরও কার্যকর নজরদারি চালাতে পারবে। এর ফলে নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটনের মধ্যে আরও নিয়মতান্ত্রিক ও বহুপাক্ষিক আলোচনার সুযোগ তৈরি হতে পারে। কোনও চুক্তি কিছুটা দেরিতে হওয়া, একেবারেই চুক্তি না হওয়ার চেয়ে ভালো। আপাতত আমেরিকা নিজের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক টানাপোড়েনে ব্যস্ত। তাই ভারতকে ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

অসমে আয়ুষ্মান প্রকল্পে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ

প্রজ্ঞান ভারতী প্রকল্পে ১০৮.৮১ কোটি অনুমোদন; উপকৃত হবেন দেড় লক্ষের বেশি পড়ুয়া

গুয়াহাটি : স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে শিক্ষা;তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আর্থিক বরাদ্দ ও সহায়তা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিল অসম মন্ত্রিসভা। মঙ্গলবারের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী আয়ুষ্মান অসম যোজনা চালু রাখতে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সমগ্র শিক্ষা অভিযানের অধীন কর্মী, আধিকারিক ও শিক্ষকরা কর্মরত অবস্থায় মারা গেলে তাঁদের পরিবারকে এককালীন আর্থিক সহায়তা ৫ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭.৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। প্রজ্ঞান ভারতী প্রকল্পে পড়ুয়াদের ভর্তি ফি মকুবের ক্ষতিপূরণ হিসেবে কলেজগুলিকে ১০৮.৮১ কোটি টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্তও নিয়েছে মন্ত্রিসভা। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সিদ্ধান্তগুলি ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

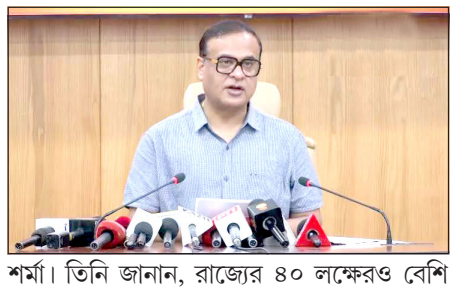

শর্মা। তিনি জানান, রাজ্যের ৪০ লক্ষেরও বেশি পরিবার মুখ্যমন্ত্রী আয়ুষ্মান অসম যোজনার আওতায় স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা পেয়ে থাকেন। প্রকল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেই রাজ্যের অংশের ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

অর্থের সংস্থান ব্যাখ্যা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার আওতায় কেন্দ্র প্রায় ৩০ লক্ষ পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তা দেয়। বাকি প্রায় ৪০ লক্ষ পরিবারের স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যয় বহন করে রাজ্য সরকার। সেই দায়ভার মেটাতেই মন্ত্রিসভা ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

অন্যদিকে, সমগ্র শিক্ষা অভিযানের অধীন কর্মরত অবস্থায় কোনও আধিকারিক, কর্মী বা শিক্ষকের মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারকে এককালীন অনুদানের পরিমাণ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্তে তা বেড়ে হয়েছে ৭.৫ লক্ষ টাকা। প্রজ্ঞান ভারতী প্রকল্পের আওতায় যোগ্য পড়ুয়াদের ভর্তি ফি মকুবের জন্য কলেজগুলিকে ক্ষতিপূরণ দিতে ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে ১০৮.৮১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

মণিপুরে অপহরণের পর খুন দুই কুকি যুবক, এনআইএ তদন্তের প্রস্তাব চূড়ান্ত পর্যায়ে



ইম্ফল : মণিপুরের সেনাপতি জেলায় অপহরণের পর খুন করা হয়েছে দুই কুকি যুবককে। সেনাপতি-পাইবুং সড়কের ধারের একটি জঙ্গল থেকে তাঁদের দেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনার তদন্তভার জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা এনআইএ-র হাতে তুলে দেওয়ার রাজ্য সরকারের প্রস্তাবও চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে জানিয়েছে মণিপুর পুলিশ। নিহত দুই যুবকের নাম পাওগিনলাল হাংসিং এবং টিংগিনলুন চংলোই। তাঁরা সেনাপতি জেলার তাফৌ কুকি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। গত ১০ নভেম্বর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পুলিশের অতিরিক্ত মহানির্দেশক (আইনশৃঙ্খলা) লারি দর্জে লাতু জানান, নিখোঁজ হওয়ার আগে মারানমাই গ্রামের কাছে তাঁদের শেষবার দেখা গিয়েছিল।

ঘটনার পরই এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি একাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। তাতে মণিপুর পুলিশ, সিআরপিএফ, কোবরা, বিএসএফ, অসম রাইফেলস এবং সেনাবাহিনীর যৌথ দল অংশ নেয়। লাতু জানান, জাতীয় সড়ক-২ থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার পূর্বে সেনাপতি-পাইবুং সড়কের ধারের একটি জঙ্গল থেকে দুই যুবকের দেহ উদ্ধার করা হয়। হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের খুঁজে বের করতে প্রতিদিনই তল্লাশি ও তদন্ত চালানো হচ্ছে।

পুলিশের দাবি, গোয়েন্দা তথ্য, ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া শারীরিক প্রমাণ এবং বিস্তারিত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহভাজনদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র মিলেছে। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের আশ্বাসও দিয়েছেন অতিরিক্ত মহানির্দেশক। তাঁর কথায়, অপরাধীদের ধরা হবেই।

এদিকে, রাজ্য সরকার তদন্তভার এনআইএ-র হাতে তুলে দেওয়ার যে প্রস্তাব দিয়েছে, তা অনেকটাই এগিয়েছে। প্রয়োজনীয় সরকারি নির্দেশ জারির অপেক্ষা রয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশকর্তা।

সরকারি নির্দেশ জারি হলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে তদন্তের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে।

তাঁতশিল্পে শ্রম কমাতে যন্ত্র তৈরি আইআইটি গুয়াহাটির

গুয়াহাটি : ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পে শ্রম ও সময় বাঁচাতে চারটি সুতো পেঁচানোর কাজ এক যন্ত্রে করার প্রযুক্তি তৈরি করল আইআইটি গুয়াহাটি। প্রতিষ্ঠানের রুরাল টেকনোলজি অ্যাকশন গ্রুপ (রুট্যাগ)-এর তৈরি এই যন্ত্রের লক্ষ্য, তাঁতিদের শারীরিক পরিশ্রম কমিয়ে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো। তাঁত বোনার আগে হ্যাঙ্ক, কোণ বা অন্য প্যাকেট থেকে সুতো ববিন ও পির্নে পেঁচিয়ে নেওয়া জরুরি। গ্রামাঞ্চলে এই কাজের বড় অংশ এখনও হাতে চালানো চরকার সাহায্যে হয়। প্রচলিত চরকায় কাজের পরিস্থিতি অনুযায়ী দিনে মাত্র এক থেকে দুই কেজি সুতো পেঁচানো সম্ভব। একই কাজ বারবার করতে গিয়ে দীর্ঘ সময় অস্বস্তিকর ভঙ্গিতে বসে থাকতে হয় তাঁতিদের। এর ফলে শরীরে ব্যথা ও নানা ধরনের শারীরিক অস্বস্তি দেখা দেয়।

এই সমস্যা কমাতেই নতুন যন্ত্রে চারটি পৃথক কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে; হ্যাঙ্ক থেকে ববিনে সুতো পেঁচানো, ববিন থেকে পির্নে সুতো তোলা, একাধিক সুতো একসঙ্গে জোড়া বা ডাবলিং এবং কোণ থেকে ববিনে সুতো পেঁচানো। ফলে আলাদা আলাদা যন্ত্রের বদলে একটি যন্ত্রেই সুতো প্রস্তুতির চারটি কাজ করা যাবে। অসম ও মেঘালয়ের একাধিক তাঁতশিল্প এলাকায় যন্ত্রটির পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করা হয়েছে। সেখানে তাঁতিদের কাছ থেকে এর ব্যবহারিক সুবিধা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে মতামতও নেওয়া হয়েছে।

আইআইটি গুয়াহাটির রুট্যাগের সমন্বয়ক অধ্যাপক শশীন্দ্র কে কাকোটি জানান, প্রথমে হ্যাঙ্ক থেকে ববিনে সুতো পেঁচানো এবং পির্ন তৈরির জন্য পৃথক যন্ত্র তৈরি করা হয়েছিল। পরে সেই কাজগুলি একটি যন্ত্রে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এরপর সুতো ডাবলিং এবং কোণ বা রিল থেকে সরাসরি ছোট ববিনে সুতো পেঁচানোর ব্যবস্থাও যুক্ত করা হয়।

হর্নবিল উৎসবের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন রিও

পণ্যের বিপণনেও গুরুত্ব; পর্যটকদের নিরাপত্তায় বিশেষ জোর

কোহিমা : নাগাল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী হর্নবিল উৎসব ২০২৬-এর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও। পর্যটকদের নিরাপত্তা, উৎসবস্থলের পরিকাঠামো, পরিচ্ছন্নতা এবং স্থানীয় পণ্যের প্রসারে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।



মঙ্গলবার কোহিমায় মুখ্যমন্ত্রীর আবাসিক দফতরে হর্নবিল উৎসবের উচ্চপর্যায়ের কমিটি এবং বিভিন্ন সরকারি দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন রিও। সেখানে উৎসবের সামগ্রিক প্রস্তুতির পাশাপাশি পর্যটকদের যাতায়াত ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা হয়। বৈঠকে সংরক্ষিত এলাকা পরিদর্শন অনুমতি বা প্রোটেক্টেড এরিয়া পারমিট (পিএপি) সংক্রান্ত বিষয়, উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি নির্বাচন এবং কিসামার নাগা হেরিটেজ ভিলেজে প্রয়োজনীয় আয়োজন নিয়েও আলোচনা হয়।

পর্যটন দফতরের কমিশনার ও সচিব কোভি মেইয়াসে কিসামায় প্রস্তুতির অগ্রগতি সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করেন। উৎসব চলাকালীন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, খাবারের স্টলগুলিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং স্টল পরিচালকদের সচেতনতা বাড়ানোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

অ্যাক্সিথিয়েটার এলাকায় প্রস্তাবিত বারবিকিউ জোন নিয়েও আলোচনা হয়। কমিটির পক্ষ থেকে নাগাল্যান্ডে তৈরি পণ্যের ব্যবহার ও বিপণন বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কিসামায় পরিবেশিত কফি, চা এবং অন্যান্য পানীয় ও খাবারের উপকরণ স্থানীয়ভাবে সংগ্রহের বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে। অন্যদিকে, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর জানিয়েছে, উৎসবস্থলের জল সরবরাহের পাইপলাইন মেরামত ও পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে। বিদ্যুৎ দফতরও সেখানে সৌরবিদ্যুৎচালিত আলোর ব্যবস্থা বসানোর অগ্রগতি সম্পর্কে বৈঠকে রিপোর্ট পেশ করেছে।

মণিপুরের ১০ জেলায় বেআইনি পোস্ত চাষ ধ্বংসের পরিকল্পনা

অভিযানে যুক্ত হবে পুলিশের-নিরাপত্তা বাহিনী, জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি

ইম্ফল : মণিপুরে বেআইনি পোস্ত চাষের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান চালানোর পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে রাজ্য পুলিশ। ১০টি জেলার ৫১৬টি গ্রামে ছড়িয়ে থাকা বেআইনি পোস্তখেত ধ্বংস করা হবে। এই অভিযানে রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীও অংশ নেবে বলে জানিয়েছেন পুলিশের অতিরিক্ত মহানির্দেশক (আইনশৃঙ্খলা) লারি দর্জে লাতু।

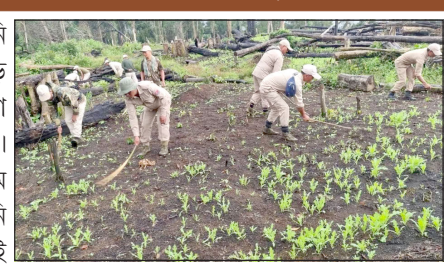

গত ১০ নভেম্বর সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, বেআইনি পোস্ত চাষ বন্ধের এই অভিযানে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা চায় পুলিশ। তাঁর বক্তব্য, এই ধরনের চাষের সঙ্গে পরিবেশের ক্ষতি, জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি, অপরাধমূলক কার্যকলাপ এবং সংঘাতের অর্থের জোগানের মতো বিষয় জড়িত।

লাতু বলেন, ১০ জেলার ৫১৬টি গ্রামে বেআইনি পোস্তখেত ধ্বংসের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়েছে। এই কাজে নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তা নেওয়া হবে। বেআইনি চাষে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করেছেন তিনি।

এদিকে, সেনাপতি জেলার তাফৌ কুকি গ্রামের দুই যুবককে অপহরণ করে হত্যার ঘটনায় তদন্তের অগ্রগতির কথাও জানান অতিরিক্ত মহানির্দেশক। তিনি বলেন, মামলাটির তদন্তভার জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা এনআইএ-র হাতে তুলে দেওয়ার রাজ্য সরকারের প্রস্তাব অনেকটাই এগিয়েছে। প্রয়োজনীয় সরকারি নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে পুলিশ। ঘটনার পর এফআইআর দায়ের, প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান সংগ্রহ এবং একাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। পাশাপাশি মণিপুর পুলিশ, সিআরপিএফ, কোবরা, বিএসএফ, অসম রাইফেলস ও সেনাবাহিনীর যৌথ দল তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে। সেনাপতি জেলার জাতীয় সড়ক থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার দূরের একটি জঙ্গল থেকে দুই যুবকের দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানান তিনি।

রাজ্যে নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে কেন্দ্রের কাছে অতিরিক্ত সিআরপিএফ জওয়ান চাওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন লাতু। শীঘ্রই তাঁদের মণিপুরে পৌঁছনোর কথা। গোভাজাং-সহ স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে তাঁদের মোতায়েন করা হবে। ইতিমধ্যে চাওলয়া এলাকাতেও সিআরপিএফ বাহিনী পৌঁছেছে বলে জানান তিনি। অন্যদিকে, ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে তোলাবাজির অভিযোগ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত মহানির্দেশক বলেন, পণ্যবাহী কনভয়ের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী নিয়মিত কাজ করছে।

‘আমার জন্যই টিকে ইজরায়েল’, হুঙ্কার ট্রাম্পের, ইরান যুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ইহুদিদেরই



ওয়াশিংটন : ‘আমেরিকা- প্রধান’ নীতির সুর চড়িয়ে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে কার্যত অবস্থান বদলের ইঙ্গিত দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর দাবি, তাঁর উদ্যোগেই এখনও টিকে রয়েছে ইজরায়েল। ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকার ভূমিকা এবং ক্ষয়ক্ষতির দায় নিয়েও এবার নতুন করে বিতর্ক উসকে দিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে ইরান যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির জন্য ইহুদিদেরই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তাঁর এই বক্তব্য ঘিরে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, আমেরিকা ইজরায়েলকে পারমাণবিক অস্ত্রের বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। তাঁর কথায়, আমেরিকা ইজরায়েলকে পারমাণবিক অস্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করেছে। আমি যদি ইরানকে পরমাণু অস্ত্র তৈরি করা থেকে বিরত না রাখতাম, তা হলে শুধু ইজরায়েল নয়, গোটা মধ্যপ্রাচ্যই মানচিত্র থেকে মুছে যেত। ইজরায়েলের অস্তিত্ব রক্ষায় নিজের ভূমিকার কথা তুলে ধরে ট্রাম্পের দাবি, তাঁর জন্যই দেশটি এখনও টিকে রয়েছে।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ইরানের সামরিক শক্তি কার্যত ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করলেও দেশটির উপর ফের হামলার পরিকল্পনার ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প। তাঁর বক্তব্য, ইরানের সামরিক ক্ষমতা শেষ হয়ে গিয়েছে। এমনকি সে দেশের নেতারাও আর কেউ অবশিষ্ট নেই। ফলে নতুন করে সংঘাতের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

এদিকে, মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের ধাক্কা খাওয়ার পর ওয়াশিংটন ও তেল আভিভের সম্পর্ক নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের সাফল্যের পর ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স পরোক্ষভাবে ইরান যুদ্ধকে দলের পরাজয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, এই সংঘাতকে আমেরিকার বহু ভোটার ভালো চোখে দেখেননি। যুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন ভোটারদের একটি বড় অংশ।

ভ্যান্সের বক্তব্য, দলের প্রতি জনসমর্থন ফেরাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে। বিশেষ করে ইজরায়েলের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের সমীকরণ নতুন করে পর্যালোচনা করা জরুরি। তাঁর মতে, ইরান যুদ্ধ রিপাবলিকানদের কাছে রাজনৈতিক বোঝা হয়ে উঠেছে। ২০২৪ সালে ট্রাম্প ও ভ্যান্সকে সমর্থন করা বহু ভোটারও এবার ডেমোক্র্যাটদের দিকে ঝুঁকেছেন।

‘মোদির মন্ত্র কথা কম, কাজ বেশি’, কলকাতায় প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলনকে দেশ সেরা করার চ্যালেঞ্জ শুভেন্দুর



কলকাতা : জানুয়ারি মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ১৯তম প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলন। নিউটাউনে হতে চলা সেই অনুষ্ঠানের পোর্টাল উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বেরিয়ে এসে কলকাতার অনুষ্ঠানকে সেরার সেরা করে তোলা চ্যালেঞ্জ নিলেন তিনি। বলেন, ত। মোদিজির মন্ত্র কথা কম, কাজ বেশি। আমরা তা করে দেখাতে চাই।

এই প্রথমবার বাংলায় অনুষ্ঠিত হবে প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলন। সেই অনুষ্ঠানে বাংলা -সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের প্রবাসী ভারতীয়রা কলকাতায় আসবেন। এই অনুষ্ঠানকে সেরার সেরা করার চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, তাঁরা ঘুরে যাওয়ার পর যখন বলবে সব জায়গার থেকে কলকাতার অভিজ্ঞতা সেরা। তখনই সার্থক হবে।

বুধবার ঝটিকা সফরে দিল্লি গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু। সেখানেই তিনি অনুষ্ঠানের পোর্টাল লঞ্চ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলায় আসুন। দক্ষিণেশ্বর থেকে কালীঘাট ঘুরুন। কলকাতা স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভূমি। বেরিয়ে এসে জানান, বঙ্গে প্রথমবার এই রকম অনুষ্ঠান হতে চলেছে। আগে না হওয়ার কারণ নিয়ে বলতে গিয়ে বিগত বাম ও তৃণমূল সরকারকে বিঁধেছে তিনি। বলেন, ৩৪৯ বছর বাংলায় কেন্দ্র ও রাজ্যের একই সরকার ছিল না। এর ফলে কোনও ইচ্ছাও দেখা যায়নি। কোনও অনুষ্ঠান করতে বলা হলে, তা করা হত না।দ পাশাপাশি জানিয়েছেন, গণতন্ত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যে একই সরকার থাকতে হবে এমন মানে নেই। তবে আগে আমাদের সব ছিল। শুধু ভিশন ছিল না।

এই অনুষ্ঠান কলকাতায় করতে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমাদের এই অনুষ্ঠান করতে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমরা এই বছর যোগ দিবস করছে। সব থেকে বেশি লোক অংশগ্রহণ করেছিল। এই অনুষ্ঠানও সেরা করে তুলব। তারপরই জানান, ত্বাংলায় সব কিছু আছে।

প্রাতঃভ্রমণে গিয়ে অসুস্থ জগদীপ ধনকড়, ভর্তি দিল্লি এইমসে

নয়াদিল্লি : প্রাতঃভ্রমণে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে জ্ঞান হারালেন প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়। বুধবার সকালে তাঁকে দিল্লির এইমসে ভর্তি করা হয়েছে। সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, আপাতত কার্ডিও-নিউরো সেন্টারে চিকিৎসাধীন ৭৫ বছর বয়সি ধনকড়। তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করা হলেও অসুস্থতার কারণ ও বর্তমান অবস্থা নিয়ে হাসপাতালের তরফে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য, গত জুলাইয়ে শারীরিক অসুস্থতার কারণে জয়পুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হয়েছিল। ২০১৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত বাংলার রাজ্যপাল ছিলেন ধনকড়। পরে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ২০২৫ সালের ২১ জুলাই অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তিনি উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে ইস্তফা দেন।

বালোচ বিদ্রোহীদের হামলায় কাঁপল পাকিস্তান, কোয়েটা-করাচি হাইওয়েতে বিস্ফোরণে উড়ল গুরুত্বপূর্ণ সেতু



ইসলামাবাদ : বালোচ বিদ্রোহীদের হামলায় ফের কাঁপল পাকিস্তান। এবার নিশানা করা হল কোয়েটা-করাচি জাতীয় সড়ক। বালোচিস্তানের মাস্তুং জেলার খাদকোচা এলাকায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়েছে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি সেতু। এর জেরে পাকিস্তানের দুই গুরুত্বপূর্ণ শহর কোয়েটা ও করাচির মধ্যে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। হামলার ঘটনায় নতুন করে উদ্বেগ ছড়িয়েছে পাকিস্তানের নিরাপত্তা মহলে। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ পরিবহণ পরিকাঠামোকে নিশানা করার ঘটনায় চাপে পড়েছে ইসলামাবাদ।

কোয়েটা-করাচি হাইওয়ে বালোচিস্তানের রাজধানী কোয়েটার সঙ্গে পাকিস্তানের বৃহত্তম শহর এবং প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র করাচিকে যুক্ত করেছে। ফলে এই সড়কের উপর সেতু ধ্বংস হওয়ার ঘটনা পরিবহণ ও পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থার কাছে বড় ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই পাকিস্তানি সেনা ও সরকারি পরিকাঠামোকে নিশানা করে আসছে বালোচ সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সেনা ছাউনির পাশাপাশি জাতীয় সড়ক, সেতু এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোতেও হামলার প্রবণতা বাড়ছে। এর ফলে বালোচিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

উল্লেখ্য, পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে সশস্ত্র আন্দোলন চালাচ্ছে বালোচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ)। গত ১১ আগস্ট স্বাধীনতার ঘোষণাও করেছে বালোচিস্তানের স্বাধীনতাপন্থী গোষ্ঠীগুলি বলে দাবি করা হয়েছে। বিদ্রোহীদের দাবি, প্রদেশের প্রায় ৮৫ শতাংশ এলাকা তাঁদের নিয়ন্ত্রণে। যদিও এই দাবির স্বাধীন কোনও সত্যতা যাচাই করা যায়নি।

বালোচিস্তানে অশান্তির অন্যতম কারণ হিসেবে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বঞ্চনা, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর স্থানীয়দের অধিকার নিয়ে বিরোধকে চিহ্নিত করা হয়। খনিজ ও প্রাকৃতিক গ্যাসে সমৃদ্ধ এই প্রদেশে চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর (সিপিইসি) ঘিরে বিতর্কও ক্রমশ বেড়েছে। বিদ্রোহীদের অভিযোগ, এই প্রকল্পের মাধ্যমে বালোচিস্তানের সম্পদ বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, অথচ স্থানীয় মানুষ উন্নয়নের সুফল থেকে বঞ্চিত।

অন্যদিকে, পাকিস্তান সরকার বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলির তরফে জোরপূর্বক গুম ও নির্যাতনের অভিযোগও উঠেছে।

কীসের পুরুষোত্তম, ‘সীতাকে ত্যাগ করেছিলেন রাম!’ কীর্তির মন্তব্যে বিতর্ক, পালটা বিজেপির

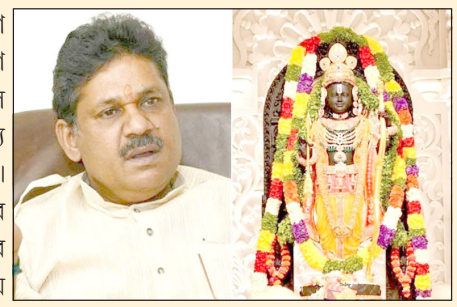

কলকাতা : উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভগবান রামকে নিয়ে তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদের মন্তব্য ঘিরে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও সীতাকে ত্যাগ করার প্রসঙ্গ তুলে রামের মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করে তৃণমূলকে নিশানা করেছে বিজেপি।

সংবাদসংস্থা এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কীর্তি বলেন, দেশে ৩৩ কোটি দেবদেবী থাকতে রামই একমাত্র ঈশ্বর নন। তিনি কখনও অযোধ্যায় যাবেন না বলেও জানান। তাঁর যুক্তি, অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও রাম সীতাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। মিথিলার মেয়ে সীতাকে নিজের মা বলে উল্লেখ করে কীর্তি প্রশ্ন তোলেন, এমন কাজের পর রামকে কীভাবে ‘মর্যাদা পুরুষোত্তম’ বলা যায়? তিনি জানান, কামাখ্যা ও কালী তাঁর উপাস্য দেবী। তাঁর বাবা দুর্গার উপাসক ছিলেন।

কীর্তির মন্তব্যের পালটা সমাজমাধ্যমে সরব হয়েছেন বিজেপি নেতা প্রদীপ ভাণ্ডারী। তাঁর অভিযোগ, ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির স্বার্থে তৃণমূল-সহ বিরোধী দলগুলি সনাতন ধর্মকে অপমান করছে। রাহুল গান্ধী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অখিলেশ যাদবকে নিশানা করে তাঁর দাবি, উত্তরপ্রদেশের মানুষও ভোটের মাধ্যমে এর জবাব দেবেন।

নতুন শিলচর পুর নিগম : নাগরিক প্রত্যাশা ও প্রথম ১০০ দিনের চ্যালেঞ্জ

জলাবদ্ধতা, নিকাশি, যানজট থেকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা; নতুন প্রশাসনের সামনে অগ্রাধিকারের তালিকা দীর্ঘ

প্রদীপ দত্ত রায়



দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে কাজ শুরু করতে চলেছে নবগঠিত শিলচর পুর নিগম। শহরের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নিঃসন্দেহে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন।

স্বাভাবিকভাবেই এই নতুন ব্যবস্থাকে ঘিরে শিলচরের মানুষের প্রত্যাশাও বেড়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, পুরসভা থেকে পুর নিগমে উন্নীত হওয়ার ফলে শহরের দীর্ঘদিনের নাগরিক সমস্যাগুলির কি আদৌ সমাধান হবে, নাকি এটি শুধুই প্রশাসনিক কাঠামোর একটি আনুষ্ঠানিক পরিবর্তন হয়ে থেকে যাবে?

সাম্প্রতিক পুর নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট ৩৪টি আসনে জয়ী হয়েছে। কংগ্রেস পেয়েছে ২টি আসন এবং নির্দল প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন ৬টি আসনে। ফলে নবগঠিত পুর নিগমে শাসক জোটের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শক্তিশালী বিরোধী পক্ষ প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে বিরোধী শক্তির প্রতিনিধিত্ব সীমিত হলেও নির্দল কাউন্সিলরদের ভূমিকাকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। একই সঙ্গে পুর নিগমের কাজকর্মের উপর নজরদারিতে নাগরিক সমাজকেও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

শিলচরের সমস্যা শুধু জলাবদ্ধতা, যানজট কিংবা বেহাল রাস্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অপরিকল্পিত নগরায়ণ, অকার্যকর নিকাশি ব্যবস্থা, দুর্বল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জলাভূমির অবক্ষয় এবং বিভিন্ন সরকারি দফতরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব শহরের নাগরিক জীবনকে ক্রমশ দুর্বিষহ করে তুলেছে। বিচ্ছিন্নভাবে একেকটি সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে সমন্বিত নগর উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে এই সমস্যাগুলির মোকাবিলা করাই হবে নতুন পুর নিগমের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

জলাবদ্ধতা ও বন্যা নিঃসন্দেহে শিলচরের সবচেয়ে গুরুতর নাগরিক সমস্যা। বছরের পর বছর নিকাশি উন্নয়নের নামে বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, অর্থ বরাদ্দ হয়েছে, নির্মাণ ও সংস্কারের কাজও হয়েছে। কিন্তু স্থায়ী সমাধান এখনও অধরা। এর অন্যতম কারণ, শহরের প্রাকৃতিক জলনিকাশি ব্যবস্থাকে একটি সামগ্রিক কাঠামো হিসেবে বিবেচনা না করে বিচ্ছিন্নভাবে নালা নির্মাণ ও সংস্কারের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

রাঙ্গিরখাল, সিঙ্গিরখাল, লংগাইখাল ও বাচ্চাখাল-সহ শহরের প্রাকৃতিক নিকাশি পথগুলির বর্তমান অবস্থা এবং জল বহনের ক্ষমতা নিয়ে অবিলম্বে একটি পূর্ণাঙ্গ কারিগরি সমীক্ষা প্রয়োজন। একই সঙ্গে মালিনী বিলের মতো প্রাকৃতিক জলাশয় ও জলাভূমি সংরক্ষণেও বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি অতিরিক্ত বৃষ্টির জল ধরে রাখা ও শোষণের ক্ষেত্রে এই জলাভূমিগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে রাঙ্গিরখাল-সহ চলমান ও অসমাপ্ত নিকাশি প্রকল্পগুলির বিস্তারিত তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করা উচিত। প্রতিটি প্রকল্পে কত টাকা বরাদ্দ হয়েছে, কত খরচ হয়েছে, কতটা কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং কবে কাজ শেষ হওয়ার কথা;এসব জানার অধিকার নাগরিকদের রয়েছে।

সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একটি সমন্বিত নিকাশি মাস্টার প্ল্যান তৈরিতে। শহরের ভূপ্রকৃতি, বৃষ্টিপাতের ধরন, প্রাকৃতিক জলপ্রবাহ, বরাক নদীর জলস্তর, নিকাশির বহির্গমন পথ এবং ভবিষ্যতের নগর সম্প্রসারণের সম্ভাবনা বিবেচনায় রেখেই এই পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ কারিগরি প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিতে হবে। এই কাজে পুর নিগমের পাশাপাশি জলসম্পদ বিভাগ, পূর্ত বিভাগ এবং রাজ্য সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা অপরিহার্য।

শহরের বিভিন্ন এলাকায় আবর্জনা জমে থাকা, নিয়মিত বর্জ্য সংগ্রহের অভাব এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বর্জ্য নিষ্কাশনের পরিকাঠামো না থাকা পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে।

প্রতিটি ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিয়মিত আবর্জনা সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে। এই ব্যবস্থা আগে থেকেই চালু থাকলেও তার পরিধি ও কার্যকারিতা এখনও পর্যাপ্ত নয়। পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য পৃথক করা, বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং আধুনিক নিষ্কাশন পরিকাঠামো তৈরি করা জরুরি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আগে কেনা কিছু যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকা কিংবা অকেজো হয়ে যাওয়ার যে অভিযোগ রয়েছে, তারও তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

বাজার এলাকা, হাসপাতাল এবং ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলের পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ নজর দিতে হবে। পর্যাপ্ত গণশৌচাগার এবং শৌচাগারের বর্জ্য নিরাপদে নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা জরুরি। অপরিশোধিত নোংরা জল যাতে খোলা নালায় না পড়ে, সেদিকেও নজর দিতে হবে।

ক্রমবর্ধমান যানজট শিলচরের অন্যতম বড় নাগরিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। সরু রাস্তা, যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি, যথেচ্ছ পার্কিং, ফুটপাতের অভাব এবং সরকারি রাস্তার উপর পণ্য ওঠানো-নামানোর প্রবণতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

শুধু ট্রাফিক পুলিশের উপর নির্ভর না করে পুর নিগমকে একটি সমন্বিত যান চলাচল ও পার্কিং পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকায় উপযুক্ত পার্কিং ব্যবস্থা, পথচারীদের জন্য নিরাপদ ফুটপাত এবং পণ্য ওঠানো-নামানোর নির্দিষ্ট জায়গা চিহ্নিত করে পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

একই সঙ্গে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও হকারদের জীবিকা সুরক্ষিত রেখে পরিকল্পিত হকার জোন তৈরি করা প্রয়োজন। উন্নয়নের নামে নির্বিচারে উচ্ছেদ যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনই পথচারীদের নিরাপদ ও বাধাহীন চলাচলের অধিকারও উপেক্ষা করা যায় না।

যানজট নিরসনে প্রস্তাবিত উড়ালপুল কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। এই প্রকল্পের চূড়ান্ত বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন বা ডিপিআর, নির্মাণ পরিকল্পনা এবং যান চলাচলের উপর সম্ভাব্য প্রভাবের বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন জনসমক্ষে প্রকাশ করা উচিত।





প্রকাশক : কেআরসি ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং ১৫, ওল্ড কালীবাড়ি রোড, মালুগ্রাম, শিলচর, অসম—৭৮৮০০২।
প্রধান সম্পাদক : বিশ্বদীপ গুপ্ত। ফোন: ৮৭২১৮৩৮৩১৩। ই-মেল: krctimes@gmail.com। ওয়েবসাইট: www.krctimes.com।

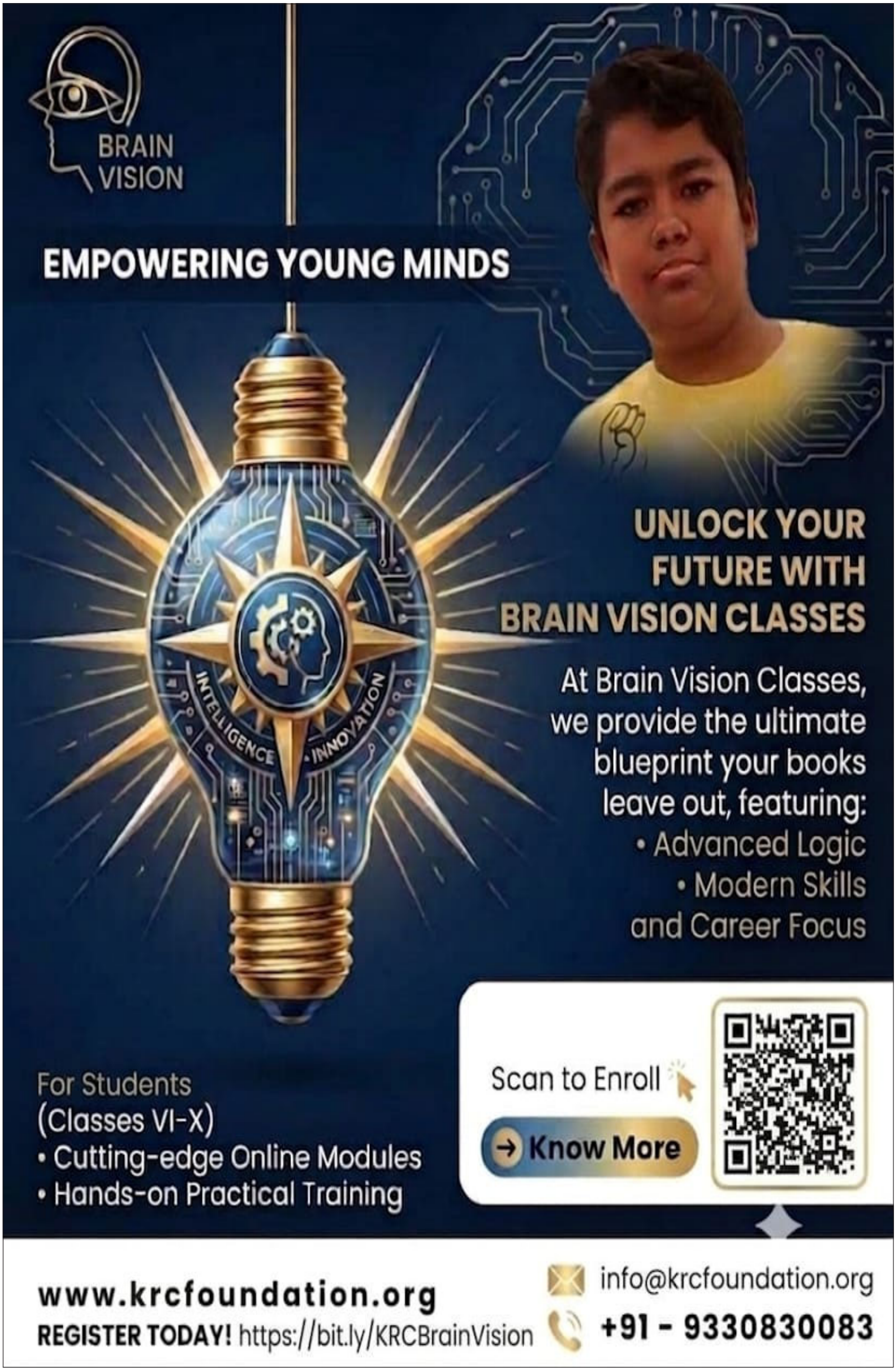
BRAIN VISION
EMPOWERING YOUNG MINDS
UNLOCK YOUR FUTURE WITH BRAIN VISION CLASSES
At Brain Vision Classes, we provide the ultimate blueprint your books leave out, featuring:
• Advanced Logic
• Modern Skills and Career Focus
INTELLIGENCE
INNOVATION
For Students
(Classes VI-X)
• Cutting-edge Online Modules
• Hands-on Practical Training
Scan to Enroll
→ Know More
www.krcfoundation.org
REGISTER TODAY! https://bit.ly/KRCBrainVision
info@krcfoundation.org
+91 - 9330830083

KRC FOUNDATION

কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com

নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন
+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

https://bit.ly/whykrctimes

KRC TIMES
STAY ENRICHED

GROW YOUR BRAND WITH US!



KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.



OUR PLATFORMS:

Website	YouTube	Social Media
Magazine	E-Copy	Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com info@krcfoundation.org

DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
https://bit.ly/krctimesratecard